দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 11 JUL 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

046

শিক্ষাঙ্গন

ধর্ম ও বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা চাই

জনগণের কল্যাণ ও সমৃদ্ধ তথা দেশে ও জাতির অগ্রগতি সাধনের জন্য বাস্তবানুগ, অর্থবহ ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থাই দেশ, জাতী ও জনগণকে উন্নতি ও অগ্রগতির শিখরে উপনীত করতে পারে। জাতীয় স্বার্থের খাতিরে শিক্ষিতের হার যেমনি বাড়াতে হবে তেমনি ভাবে উন্নত করতে হবে এদেশের শিক্ষার গুণগত মান।

সম্প্রতি মন্ত্রিপরিষদের এক বৈঠকে প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রদত্ত ভাষণে শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য গুরুত্বারোপ করেন। তাঁর এহেন আহবান শিক্ষাঙ্গনে উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

বর্তমানে এদেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে তা ঔপনিবেশিক আমলের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থারই কিছুটা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ মাত্র। বিদেশী শাসনের ভাবধারায় সাবেক সরকারের আমলে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল তা বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের সার্বিক চাহিদা পূরণ করতে পারবে বলে কেউ ভাবতে পারেন না। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণেই বর্তমান জনপ্রিয় সরকারকে শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অফিস আদালত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সামান্য কেরানী চাকুরী পাবার উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে কৃষি, কারিগরী, চিকিৎসা, ধর্ম ও বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা সরকারী পর্যায়ে নিম্নস্তর থেকে চালু করার উদ্যোগ নিতে হবে। এর প্রেক্ষিতে বর্তমান সরকার কর্তৃক গঠিত পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির সুপারিশসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নে জরুরীভিত্তিতে পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। পুঁথিগত শিক্ষার পাশা-পাশি হাতে-কলমে শিক্ষার প্রতি অবশ্যই গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

কিন্তু অত্যন্ত উদ্বোগের বিষয় যে, বর্তমান সরকারের গৃহীত বহুবিধ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্যে উপযুক্ত সংখ্যক সুদক্ষ, সুশিক্ষিত কারিগর বা প্রকৌশলী নেই। অন্যদিকে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হাজার হাজার লোক বেকার বা সামান্য একটা কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন স্থানে ধর্ণা দিচ্ছে। দেশ ও জাতির কল্যাণের স্বার্থে এ অবস্থার অবসান ঘটাতে হবে।

চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, প্যারা-মেডিক্যালকর্মী, টেকনিসিয়ান, কৃষিবিদ ও কৃষিকর্মী, ইত্যাদি তৈরীর উদ্দেশে আরও অধিক সংখ্যক কৃষি স্কুল-কলেজ, টেকনিক্যাল স্কুল-কলেজ, মেডিক্যাল স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে অন্ততঃ প্রতিটি উপজেলা পর্যায়ে একটি করে কৃষি, টেকনিক্যাল ও মেডিক্যাল স্কুল এবং জেলা পর্যায়ে কলেজ প্রতিষ্ঠা করার জরুরী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। তাছাড়া দেশের প্রতিটি, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসাসমূহে এসব বিষয়ের পাঠ্যসূচী চালু করা যেতে পারে। বলাবাহুল্য যে, এদেশে প্রচলিত বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান গলদ হচ্ছে ঘুনে ধরা পরীক্ষা পদ্ধতি। শিক্ষাবোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষায় যেন-তেনভাবে পাস করলেই সনদ পাওয়া যায় বিধায় বহু শিক্ষার্থী প্রকৃত শিক্ষায় মোটেই মনোযোগী হতে পারে না। কেবলমাত্র পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেটলাভের জন্যে যতটুকু বিদ্যা অর্জনের প্রয়োজন ততটুকু শিক্ষা লাভই যথেষ্ট বলে মনে করে। আর এর জন্য আমাদের এ দুর্ভাগা দেশে শিক্ষার মান দারুণ অবনতি, পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন ও নকল প্রবনতা বৃদ্ধি, শিক্ষাঙ্গনে পবিত্রতা ও পরিবেশ নষ্ট, শিক্ষক-ছাত্রদের মধ্যে কোন্দল, শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির মধ্যে দলাদলী ও দুর্নীতি এবং নানান অনিয়ম ও অব্যবস্থা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

অধিকন্তু, এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী গ্রামেই বাস করে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা খুবই সীমিত। তদুপরি নিরীহ গরীব গ্রামবাসীদের পক্ষে তাদের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠাবার আর্থিক সামর্থ্য নেই।

স্কুল পর্যায় পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হলে দেশে শিক্ষিতের হার যেভাবে বেড়ে যাবে তেমনিভাবে তৈরি হবে সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্যে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি। তাই, এদেশের ঘুনে ধরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী সত্যিকার অর্থে উদেদশ্যপূর্ণ ও জাতির পক্ষে কল্যাণকর এবং জনগণ ও দেশের সার্বিক উন্নয়নে যতশীঘ্র সম্ভব নতুনভাবে শিক্ষানীতি প্রবর্তন করা একান্তই প্রয়োজন।

মূলকথা, এদেশে এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে, যার মাধ্যমে সৃষ্টি হবে সুদক্ষ জনশক্তি। শুধু শিক্ষিতের পরিসংখ্যানেই নয়, কাজ ও গুনের মাপকাঠিতেও সে শিক্ষা ব্যবস্থা অর্থবহ হয়ে উঠবে এবং এর ফলে দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণ, সমৃদ্ধি ও সার্বিক অগ্রগতি সাধিত হবে।

—এম, জি, মাহফুজ